তারিখ 01 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সমকাল

মাদকবিরোধী প্রচারণার সমাপনী

শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মাদকের ভয়াবহতার চিত্র

■ সমকাল প্রতিবেদক

স্বামী মারা গেছেন অনেকদিন আগে। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে ভালোই কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই ছেলের উগ্র আচরণ। কথায় কথায় ক্ষেপে ওঠে। টাকা চায়। চাহিদা অনুযায়ী টাকা না দিলে ভাংচুর করে। মা কিছু বুঝে উঠতে পারেন না; দিশেহারা হয়ে পড়েন। একসময় জানতে পারেন, ছেলে মাদকে আসক্ত। মা তাকে মাদক থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না। অসহায় মায়ের চোখের সামনে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় আদরের সন্তান। একদিন চোখের সামনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। মাদকের বিষাক্ত ছোবলে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এক অসহায় মায়ের স্বপ্ন।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় এভাবেই উঠে আসে মাদকের ভয়াবহতা, একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চিত্র। 'নিরালোকের গল্প' শিরোনামে মাত্র আট মিনিটের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে দেশের মাদকাসক্ত পরিবারগুলোর বাস্তবচিত্র।

গতকাল রোববার রাজধানীর ধানমণ্ডিতে বেসরকারি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মিলনায়তনে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায়

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

অভিযান ও প্রচারণার সমাপনী উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো অঞ্চল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন অভিনেত্রী সুবর্ণা মুস্তাফা এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম রিজওয়ান খান।

অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ছাড়াও মঞ্চনাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। এতে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি প্রথম এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। নাটকের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অভিনেতা আজিজুল হাকিম, শহীদুজ্জামান সেলিম ও আফসানা মিমি। বিচারকদের বিবেচনায় ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র জিসান মাহমুদ রুমী ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ছাত্রী সুলতানা জাহান বীথি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিবেচিত হন। দ্বিতীয় অংশে পরিবেশিত হয় মাদকবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বর্তমান সময়ে যুবসমাজ সবচেয়ে বেশি মাদকে আসক্ত হচ্ছে। বাবা-মা এবং পরিবারের সদস্যরা একটু সচেতন হলেই মাদকের এ ভয়াবহতা থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা নাটকের মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তবচিত্র উপস্থাপন করেছে। শুধু অভিযানের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে মাদক নির্মূল করা সম্ভব হবে না। এর জন্য সর্বস্তরের মানুষের মধ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতি অভিযানের পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে খন্দকার রাকিবুর রহমান দেশের শিক্ষার্থীদের মাদকের ছোবল থেকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, অপ্রিয় হলেও সত্য, বর্তমান সময়ে মাদকাসক্তদের একটি বড় অংশ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। তাদের মাদক থেকে ফেরাতে না পারলে একটি প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে। মাদকে আসক্তি শুধু একটি পরিবারের সমস্যা নয়। বর্তমানে এটি দেশের সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তাই সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে হবে। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করার পাশাপাশি সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালানো হবে বলে খন্দকার রাকিবুর রহমান জানান।